প্রথম আলো

তারিখ ... 10 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

# ছিনতাইকারীর ছুরিতে আহত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ভাইবোন

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

গ্রীষ্মকালীন ও ঈদের ছুটি হওয়ায় গ্রামের বাড়ির পথে রওনা হয়েছিলেন ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া দুই ভাইবোন। কিন্তু ছিনতাইকারীদের ছুরির আঘাতে আহত হয়ে তাঁদের যেতে হয়েছে হাসপাতালে। তাঁদের একজন প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন, অন্যজনকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে।

গতকাল ভোরে সায়েদাবাদ রেলক্রসিংয়ের কাছে ছিনতাইকারীদের কবলে পড়েন দুই ভাইবোন। তাঁদের মধ্যে এজাজুল হক ফলিত গণিত বিভাগের স্নাতকোত্তরের এবং ফারিয়া তাবাসসুম ব্যবস্থাপনা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। এজাজুল ফজলুল হক মুসলিম হলে থাকেন। ফারিয়া থাকেন কবি সুফিয়া কামাল হলে। তাঁদের বাড়ি বাগেরহাটের বেমর্তা গ্রামে।

এজাজ *প্রথম আলোকে* বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি হওয়ায় তাঁরা ভোরে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন। ফজলুল হক হলের সামনে থেকে তাঁরা রিকশা করে ঘাস ধরতে সায়েদাবাদ যাচ্ছিলেন। সায়েদাবাদ রেলক্রসিংয়ের কাছে স্বামীবাগে শিশু পার্ক-সংলগ্ন এলাকায় রিকশাটি পৌঁছালে দুজন ছিনতাইকারী রিকশার গতি রোধ করে তাঁদের কাছে থাকা দুটি ব্যাগ ধরে টান দেয়। ব্যাগ না ছাড়ায় ছুরি দিয়ে তাঁদের আঘাত করে। পরে ছিনতাইকারীরা ব্যাগ দুটি নিয়ে যাওয়ার সময় আশপাশের লোকজন তাদের ধাওয়া করে। ছিনতাইকারীরা কিছু দূরে বড় ব্যাগটি ফেলে ও ছোট ব্যাগটি নিয়ে পালিয়ে যায়। ছোট ব্যাগে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা ছিল। লোকজন তাঁদের দুই ভাইবোনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। ঘটনা শুনে বাগেরহাট থেকে ঢাকায় এসেছেন তাঁদের বাবা ও আত্মীয়রা। বাবা মো. জালাল উদ্দিন মল্লিক *প্রথম আলোকে* বলেন, এজাজের বুকের একটু নিচে এবং ফারিয়ার পিঠের দিকে ও হাতে ছিনতাইকারীদের ছুরির আঘাত লেগেছে। এজাজের ক্ষতে ১৬টি সেলাই লেগেছে। ফারিয়ার ক্ষত গুরুতর হওয়ায় তাঁর অস্ত্রোপচার করতে হয়েছে। ফারিয়া ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন। হাসপাতালের সহকারী রেজিস্ট্রার আমেনা রেজা বলেন, ফারিয়ার আঘাত গুরুতর ছিল। এখন অবস্থা স্থিতিশীল।